ছুটির ফাঁদে

যুথিকা বড়ুয়া

(সত্য ঘটনার অবলম্বনে)

সঞ্জয় আর মালবিকা, ওনারা নিঃসন্তান। দুজনেই অর্থ উপার্জন করেন। স্ত্রী ও বৃদ্ধা মাকে নিয়ে ছোট্ট নির্ঝঞ্ঝাট, ছিমছাম, সুখী পরিবার সঞ্জয়ের। তিনি পেশায় একজন মেডিক্যাল ডাক্তার! চাইল্ড্ স্পেশালিষ্ট! তার স্ত্রী মালবিকা হাইস্কুলের শিক্ষয়িত্রী। শহরের নিড়িবিলি রেসিডেন্সি এলাকায় শ্বেতপাথরের মোজাইক করা অট্টালিকার মতো বিশাল বাড়ি তাদের! বাড়ির সদর দরজার ওপরে নেইম প্লেটে বড় বড় অক্ষরে খোদাই করে লেখা, "শান্তি কুটির।"

কর্মজীবনে মানবসেবাতেই দিন আর রাত পোহায় সঞ্জয়ের! দিনের শেষে কখন যে ক্লান্ত সূর্য্য অস্ত াচলে ঢলে পড়ে, সন্ধ্যে পেরিয়ে বাইরের পৃথিবীটা অন্ধকারে ছেয়ে যায়, মালুমই হয়না! অবিশ্রান্ত রুগীর সেবা-শুশ্রূষা করতে করতে নিজের ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-আনন্দ -উচ্ছাসে একেবারে ভাটাই পড়ে গিয়েছিল সঞ্জয়ের!

সেবার সামার ভেকেশনে মনস্থির করেন, রুটিনমাফিক কর্মজীবন থেকে কিছুদিনের জন্য বিরতি নিয়ে সমুদ্রসৈকতে যাবেন। কিন্তু সমস্যা দেখা দেয়, তার বৃদ্ধা মাকে নিয়ে! তিনি বাতের ব্যথায় মোটেই নড়তে পারেন না কোথাও! সকাল সন্ধ্যে দুইবেলা পালা করে নার্স আসে ওনাকে মাসাজ করতে। সারাদিনে বেশীরভাগ সময়ই শুয়ে বসে কাটান তিনি! তার

দেখভালের জন্য একজন বিশ্বস্থ কাউকে দরকার! কিন্তু স্বেচ্ছায় সঞ্জয়ের এতবড় একটা দায়িত্ব নেবে কে! তা'হলে!

শুনে সঞ্জয়ের বাল্যবন্ধু ভাস্কর বলল, -'আরে এয়ার, ডোন্ট ওরি! ম্যায় হুঁ না!' প্রভুভক্তের মতো আনুগত্য হয়ে মাথাটা সামনে ঝুঁকিয়ে বলল, -'বান্দা হাজির দোস্ত! বিপদে বন্ধুর পরীক্ষা হয়! মাসিমার দেখাশোনা আমি করবো! নিশ্চিন্তে থাক্! শুধু বাড়ির চাবিটা আমায় সঁপে দিয়ে যা তুই, ব্যস!'

অপ্রত্যাশিত বন্ধুর আশ্বাস পেয়ে সানন্দে খানিকটা উৎফুল্ল হয়ে উঠল সঞ্জয়। দীর্ঘদিন পর স্ত্রী মালবিকার ঠোঁটের কোণে মুচকি হাসির ঝিলিকটা নজর এড়ালো না! আরো উদ্ধত করলো ওকে। স্বহাস্যে ভাস্করের পিঠে আলতোভাবে একটা চড় মেরে প্রসন্ন হয়ে বলল, -'ইয়ে হুই না বাত! সত্যি মাইরি, আমায় বাঁচালি তুই!'

পঁঞ্চাশের উর্দ্ধেঃ বয়স সঞ্জয়ের। মুশকিল আসান হতেই শুরু হয় অবকাশ যাপনের প্রস্তুতি পর্ব। সকালে ঘুম ভাঙ্গতেই চোখ মেলে দ্যাখে, ঊষার প্রথম সূর্য্যের নির্মল হাস্যেৎজ্জ্বল একটি আনন্দময় সকাল। যেন সমস্ত মানুষকে অকুণ্ঠভাবে আহ্বান জানাচ্ছে, উল্কার মতো কক্ষচ্যুত হয়ে আনন্দময় কোনো এক প্রান্তরে স্বতঃস্ফূর্ত মনে চলে আসার জন্য।

সবুর সয়না সঞ্জয়ের। অবিলম্বে একরাশ উৎসাহ-উদ্দীপণায় প্রগাঢ় বিশ্বাসে ভাস্করকে দায়িত্বের ভার সঁপে দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন বাইরের পৃথিবীতে! উন্মুক্ত নীলাকাশের নীচে। সাময়িক অবসর নিয়ে মুক্তবিহঙ্গের মতো খুশীর তুফান উড়িয়ে স্বস্ত্রীক রওনা হয়ে গেলেন সমুদ্রসৈকতে! কিন্তু মঞ্জুর হলো না বিধাতার! মাঝপথেই তাদের বিশাল যাত্রীবাহী টুরিষ্ট বাসটি হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ছিকটে পড়ে একটি কর্দমাক্ত খাঁদের গভীরে! আর সাথে সাথেই শুরু হয় আত্মচিৎকার। কাঁন্নার রোল। প্রাণ হারায় অনেকে! কারো গুরুতরোভাবে ঘায়েল হয়ে অর্ধমৃত অবস্থা! আর কেউ প্রাণে বেঁচে গেলেও

মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে বিকলাঙ্গ অবস্থায় প্রায় ন'মাস চিকিৎসাধিনে পড়েছিল স্থানীয় হাসপাতালে! সেখানেই এ্যাড্‌মিটেড ছিলেন মিষ্টার এ্যান্ড মিসেস সঞ্জয় রায় চৌধুরী! তাদের সঙ্গে কোনপ্রকার আইডেন্টিটি কার্ড কিংবা বাড়ির ঠিকানা ছিলনা যে, এতবড় মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনার সংবাদটা তাদের আত্মীয়-পরিজনের কাছে গিয়ে পৌঁছাবে।
কিন্তু কার যে নজর লেগেছিল, একদিন সম্পূর্ণ সুস্থ্য সবল হয়ে সশরীরে ফিরে এসে নিজের বাড়িই খুঁজে পায়না সঞ্জয়! সারাপাড়া পরিক্রমা করে বারবার নিজের বাড়ির সামনেই এসে দাঁড়ায়! আর ভাবে, এ কি 'শান্তি কুটির' গেল কোথায়! এটাতো 'ভবানী ভবন' লেখা দেখছি! কি আশ্চর্য্য, বাড়ির নক্সাও সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছে যে! কিন্তু তাই বা সম্ভব হয় কি করে!
অথচ স্বপ্নেও তখন কল্পনা করতে পারেনি যে, নিজের ভাইয়ের চেয়েও বেশী, সেই ছোট্ট বয়স থেকে একই সাথে বেড়ে ওঠা ছেলেবেলার বন্ধু ভাস্কর, তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে! ভাবতেই পারেনি, তার অন্তরঙ্গ বন্ধু ভাস্কর, জীবনের সাঁঝবেলায় এসে নিষ্ঠুরের মতো ওর হৃদয়ে এতবড় কঠিন আঘাত হেনে প্রৌঢ়ত্বে ওকে নিঃশ্ব করে একেবারে পথে বসিয়ে দিয়েছে!

দুই দুটো জলজ্যান্ত প্রাণী হঠাৎ নিখোঁজ হবার পর সারা পাড়ায় যখন হৈচৈ পড়ে গেল, আত্মীয়-স্বজনরাও যখন তাদের অনুসন্ধানে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ল, ঠিক তখনিই সঞ্জয়ের হৃদয়-প্রাণ 'শান্তি কুটির' সবার অলক্ষ্যে বেনামে বিক্রি করে সঞ্জয়কে বেঘর, নিরাশ্রয় করে দিয়ে, পলাতক দাগী আসামীর মতো রাতারাতি শহর ছেড়ে অন্যত্রে গিয়ে আত্মগোপন করে রইল তারই বিশ্বস্থ বন্ধু ভাস্কর মিত্র! যা ঘূণাক্ষরেও টের পায়নি কেউ!
ততদিনে সঞ্জয়ের গর্ভধারিনী বৃদ্ধা মায়ের বুঝতে কিছুই আর বাকি থাকেনা! তার একমাত্র অবলম্বণ ও পুত্রসন্তানকে হারানোর শোকে কাতরতায় তিনি মুহ্যমান হয়ে পড়েন। তার শূন্য বুক দুইহাতে চাপড়িয়ে চাপড়িয়ে আর্তচিৎকার করতে করতে বাড়ি ছেড়ে কোথায় যে চলে গেলেন, আর ফিরে আসেন নি! হয়তো পথেঘাটে কোথাও মৃত্যুবরণ করেছেন তিনি, কে জানে!

বিকৃতি চেহারা আর বিকলাঙ্গ শরীর নিয়ে উচ্ছাসহীন, আবেগহীন নিথর নির্জীব প্রাণীর মতো শূন্য দৃষ্টি মেলে উইলচেয়ারে বসেছিল মালবিকা। এ যেন মরার উপর পড়ল খাড়া! একেই অনাকাঙ্খিত বিপদের সম্মুখীন হয়ে পঙ্গুত্বের গ্লানিতে মানসিকভাবে একেবারেই ভেঙ্গে পড়েছে, তন্মধ্যে দুঃস্বপ্নের মতো অবিশ্বাস্য এবং সর্বস্বান্ত হয়ে যাওয়ার দুঃসংবাদে মাথায় যেন বজ্রাঘাত পড়লো। এ কি সর্বণাশ হলো তাদের! কেন এমনটা হলো! আনন্দ মুখরিত চঞ্চল প্রবাহিত জীবনটা হঠাৎ কেন থেমে গেল!

অবসন্ন ব্যাথাতুর দেহটা বহন করবার মতোও আজ আর শক্তি নেই মালবিকার। বুকের ভিতরের সমস্ত ব্যাথা, কষ্টগুলি বুক ফেটে দু'চোখ বেয়ে অঝোর ধারায় বেরিয়ে আসতেই পারল না সম্বরণ করতে! ক্ষোভে দুঃখে শোকে বিহ্বলে হঠাৎ সঞ্জয়কে জড়িয়ে ধরে মুখ গুঁজে কেঁদে ওঠে নিঃশব্দে!

বেদনাহত বিমূঢ়-ম্লান সঞ্জয়, পাথরের মতো শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে! স্ত্রীকে শান্তনা দেবার মতো একটা শব্দও ওর উচ্চারিত হলোনা! কি বলে সে শান্তনা দেবে! কখনো কি ভেবেছিল, জীবন নদীর জোয়ারে স্বপ্নের তরীতে ভাসতে ভাসতে একদিন আচমকা অতল তলে তলিয়ে যাবে ওরা! যেখানে কূল নেই, কিনারা নেই! বেঁচে থাকারও কোনো একটা অবলম্বণ নেই! কিছুই তো আর ফিরিয়ে দিতে পারবে না! ফিরেও আসবে না কোনদিন! শুধু বুকের মাঝে পাথরের মতো শক্ত হয়ে জমে থাকবে ওর না বলা অজস্র কথা। কথার আলাপন। কানে বাজবে, খুশীর বন্যায় প্লাবিত করে ভ্রমরের মতো মালবিকার গুনগুন সুরের গুঞ্জরণের অপূর্ব মূছর্ণা।

স্ত্রীর অলক্ষ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো সঞ্জয়। বিষন্নতায় ছেয়ে গিয়েছে ওর শরীর ও মন! মাত্র ক'মাসেই অনেক বুড়িয়ে গিয়েছে মালবিকা। চোখমুখও শুকিয়ে মলিন হয়ে পুতুলের মতো দেখাচ্ছে! কি ভাবছে মালবিকা? সঞ্জয় তক্ষুণিই নিজের মনে বিড় বিড় করে উঠল, -'কিচ্ছু ভেবো না মালবিকা, আমি অঙ্গীকার বদ্ধ! আমার অকুণ্ঠ হৃদয়ের উজার করা নীরব ভালোবাসায় প্রিয়তমা স্ত্রীর দায়িত্ব পালনের দৃঢ় অঙ্গীকারে বুকের কষ্টগুলিকে সর্বদা লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করবো, ক্ষণিকের একফালি অনিন্দ্য সুন্দর হাসির আড়ালে।'

হঠাৎ মালবিকার গভীর সংবেদনশীল দৃষ্টি বিনিময় হতেই বুকটা কেমন যেন মোচড় দিয়ে উঠল। ভারাক্রন্ত হৃদয়ে ক্ষণপূর্বের সেই অসহ্য গহীন বেদানুভূতির দর্শণে মস্তিস্কের সমস্ত স্নায়ূকোষগুলিকে যেন কুরে কুরে খেতে লাগল! অত্যন্ত পীড়া দিলো ওর মুমূর্ষ্য হৃদয়কে। হতাশায় বিশুস্ক বুকটা ওর খাঁ খাঁ করে উঠল। অনুতাপ অনুশোচনারও অন্ত নেই। হারিয়ে ফেলেছে মনের শক্তি! বুকের পাঁজরখানাও ভেঙ্গে গুঁড়ো হয়ে গিয়েছে! প্রিয়তমার মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাবারও আর ক্ষমতা নেই সঞ্জয়ের! ওর পত্নী, অর্ধাঙ্গিনী, মালবিকাই যে ছিল, চির অম্লান, চির সজীব, স্নিগ্ধ শান্ত কোমনীয় এক উদ্বিগ্ন যৌবনা অনন্যা! প্রেমের মহিমায় দ্বীপ্ত মমতাময়ী বিদূষী রমণী। ওর হৃদয়হরিনী। ওর নিবেদিত প্রাণ, শক্তির উৎস! ওর প্রেরণা, ভাই-বন্ধু-প্রেয়সী, সব!

যুথিকা বড়ুয়া : কানাডার টরন্টো প্রবাসী লেখক ও সঙ্গীত শিল্পী।
guddi 2003@hotmail.com

লেখিকার আগের লেখাগুলো পড়তে এখানে টোকা মারুন